

চিকিৎসা আইন-বিজ্ঞান

MEDICAL JURISPRUDENCE



ড. মোঃ আনছার আলী খান
ডা. গোলাম মোস্তফা সরকার

বাংলাদেশ ল' বুক কোম্পানী

সূচিপত্র

১

সংক্ষিপ্তাকারে মানবদেহ পরিচিতি

(SHORT INTRODUCTION TO HUMAN BODY)

আলোচ্য বিষয়াবলী

বিষয়	পৃষ্ঠা
১। ভূমিকা	১
২। মানবদেহ পরিচিতি	১
৩। মানবদেহের বিভিন্ন তন্ত্র	৩
৩.১। কঙ্কালতন্ত্র	৩
৩.২। পৌষ্টিকতন্ত্র	৫
৩.৩। সংবহনতন্ত্র	৮
৩.৪। শ্বাসতন্ত্র	৯
৩.৫। স্নায়ুতন্ত্র	১১
৩.৬। রেচনতন্ত্র	১৩
৩.৭। প্রজননতন্ত্র	১৫

২

চিকিৎসা আইন বিজ্ঞান

সম্পর্কিত প্রাথমিক বিষয়াবলী

১। ভূমিকা	১৭
২। মেডিক্যাল আইন বিজ্ঞান কি	১৭
৩। মেডিক্যাল আইন বিজ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা	১৯
৪। এতদসঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ	১৯
৫। আদালত ও মেডিক্যাল আইন বিজ্ঞান	২১
৬। মেডিক্যাল আইন বিজ্ঞানের প্রযোজ্য ক্ষেত্র	২১



চিকিৎসা বিদ্যার সাথে সম্পর্কিত বিষয়াবলী
(Subject Related to Medical Man)

বিষয়	পৃষ্ঠা
১। ভূমিকা	২৩
২। মেডিক্যাল নীতিমালা	২৩
৩। কাউন্সিল গঠন	২৭
৪। চিকিৎসা আইন বিদ্যার সাথে সম্পর্কিত ব্যক্তিবর্গের দায়িত্ব ও কর্তব্য	২৮
৫। একজন ডাক্তারের অধিকার	৩২
৬। চিকিৎসক হিসেবে যা পরিহার করবেন	৩৩
৭। রোগীর অধিকার ও কর্তব্য	৩৫
৮। একজন চিকিৎসক যেমন হওয়া উচিত	৩৬
৯। কনট্রিবিউটরী অবহেলা এবং সহকারীর গাফলতি	৩৬



চিকিৎসা আইন বিজ্ঞানসম্পৃক্ত আইনসমূহ
(Laws Related to Medical jurisprudence)

১। ভূমিকা	৩৭
২। প্রযোজ্য আইনসমূহ	৩৭
২.১। সাক্ষ্য আইন	৩৮
২.২। বাংলাদেশ দণ্ডবিধি	৩৮
২.৩। ফৌজদারী কার্যবিধি	৩৯
২.৪। বাংলাদেশ পুলিশ রেগুলেশন	৪৫
৩। মেডিক্যাল সাক্ষ্য	৪৫
৪। চিকিৎসা বিশেষজ্ঞের সাক্ষ্যের আইনগত মূল্য	৫১



ব্যক্তিক শনাক্তকরণ
(Personal Identification)

আলোচ্য বিষয়

বিষয়	পৃষ্ঠা
১। ভূমিকা	৫৪
২। শনাক্তকরণ কি?	৫৪
৩। কেন শনাক্তকরণ প্রয়োজন হয়?	৫৪
৪। শনাক্তকরণের প্রকারভেদ	৫৫
৫। শনাক্তকরণের ভিত্তিসমূহ	৫৫
৫.১। সত্তাগত	৫৫
(১) জাতিত্ব (Race)	৫৫
(২) লিঙ্গ (Sex)	৫৮
(৩) বয়স (Age)	৬১
(৪) সাধারণ চেহারা (Complexion of features)	৮০
(৫) নৃতাত্ত্বিক পরিমাপ (Anthropometry)	৮২
(৬) পদচিহ্ন (Foot points)	৮২
(৭) গলার স্বর এবং কথা (Voice)	৮৩
(৮) টিলকি চিহ্ন (Tattoo Mark)	৮৩
(৯) চুল (Hair)	৮৩
(১০) আঙ্গুলের ছাপ	৮৩
৫.২। সাংস্কৃতিক	৮৪
৫.২.১। ধর্ম (Religion)	৮৪
৫.২.২। সামাজিক মর্যাদা (Social Status)	৮৫
৫.৩। আচরণগত/ অর্জিত	৮৫
৫.৩.১। হস্তাক্ষর (Hand Writing)	৮৬
৫.৩.২। চলনভঙ্গি	৮৬
৫.৩.৩। অভ্যাসগত আচরণ	৮৬
৫.৩.৪। দাগ	৮৭

৫.৩.৫। পেশা	৮৭
৫.৩.৬। মানসিক শক্তি, স্মরণশক্তি ও শিক্ষা	৮৭
৫.৩.৭। বৈবাহিক অবস্থা	৮৭
৫.৩.৮। বিবিধ	৮৭
৫.৩.৮.১। আলোক চিত্র	৮৮
৫.৩.৮.২। ফটো	৮৮
৫.৩.৮.৩। ডি এন এ অঙ্গুলী ছাপ	৮৮

৬

ময়না তদন্ত

(Post-Mortem Examination)

১। ভূমিকা	৮৯
২। ময়না তদন্ত কি?	৮৯
৩। ময়না তদন্তের উদ্দেশ্য	৯০
৪। কখন ময়না তদন্ত প্রয়োজন হয়?	৯০
৫। ময়না তদন্তের পদ্ধতি	৯২
৬। ময়না তদন্ত কক্ষ ও অন্যান্য বিষয় সম্পর্কে সতর্কতা	৯৯
৭। কতিপয় ময়না তদন্ত	১০০
৭.১। গলিত দেহ	১০০
৭.২। বিকৃত দেহ বা দেহের অংশ	১০০
৭.৩। সন্দেহজনক বিষক্রিয়ার প্রেক্ষিতে মৃত্যু	১০০
৮। কবর থেকে মৃতদেহ উত্তোলন	১০২
৯। একটি ময়না তদন্ত প্রতিবেদন ছক	১০৩

৭

পরীক্ষা

Examination

১। ভূমিকা	১০৮
২। কেন পরীক্ষা প্রয়োজন?	১০৮

বিষয়			পৃষ্ঠা
৩। কিসের পরীক্ষা প্রয়োজন হয়	১০৯
৩.১। রক্ত	১০৯
৩.২। বীর্য	১১৯
৩.৩। চুল	১২০
৩.৪। হাড়	১২২
৩.৫। লালা	১২২
৩.৬। প্রস্রাব ও পায়খানা	১২২
৪। উপসংহার	১২২

৮

মৃত্যু

Death

১। ভূমিকা	১২৩
২। মৃত্যু কি?	১২৩
৩। মৃত্যুর পর্যায়গত লক্ষণ	১২৪
৪। মৃত্যুর ধরন ও কারণ	১৩৫
৪.১। উপায়গত ধরনের মৃত্যু ও ধরন	১৩৫
৪.১.১। আকস্মিক মৃত্যু	১৩৫
৪.১.২। মূর্ছা (Syncope)	১৩৭
৪.১.৩। শ্বাসরুদ্ধ হওয়া	১৩৮
(এক) শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মৃত্যু কি	১৩৮
(দুই) শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মৃত্যুর কারণ	১৩৯
(তিন) শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মৃত্যু কাল	১৩৯
(চার) লক্ষণ ও বৈশিষ্ট্যাবলী	১৩৯
(পাঁচ) মৃত্যুর ধরন	১৪১
(ছয়) শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মৃত্যুর চেহারা	১৪১

বিষয়

পৃষ্ঠা

৪.২।	জীবন উপকরণের অভাবজনিত মৃত্যু	১৫৪
৪.২.১।	অনাহারে মৃত্যু	১৫৪
৪.২.২।	শৈত্য	১৫৮
৪.২.৩।	তাপ	১৫৯
৫।	শিশুহত্যা	১৬৮
৫.১।	শিশু হত্যা কি	১৬৮
৫.২।	শিশু হত্যার চিকিৎসা আইন বিষয়ক প্রশ্ন	১৬৮
৫.৩।	শিশু হত্যা সম্পর্কিত প্রশ্নাবলী বিশ্লেষণ	১৬৯
৫.৪।	শিশুর ময়না তদন্ত	১৭৬

৯

জখম

Injury

১।	ভূমিকা	১৭৯
২।	জখম কি	১৭৯
৩।	জখমের শ্রেণীবিভাগ	১৭৯
৩.১।	বলপ্রয়োগের দ্বারা সৃষ্ট জখম	১৮১
৩.২।	জখম সৃষ্টির অস্ত্র	১৯৫
৩.৩।	শক্তির দ্বারা সৃষ্ট জখম	২০৫
৩.৪।	দেহের বিভিন্ন অঙ্গের জখম	২১৫
৩.৫।	দুর্ঘটনা জনিত জখম	২২৫
৪।	জখমের সার্টিফিকেট	২২৮

১০

যৌন সংক্রান্ত

Sexual Matters

১।	ভূমিকা	২২৯
২।	যৌন অপরাধ	২২৯

বিষয়	(xi)	পৃষ্ঠা
৩। গর্ভপাত ও ভ্রূণ হত্যা	২৩৯
৪। কুমারিত্ব	২৫২
৫। গর্ভধারণ	২৫৬
৬। জন্মদান	২৬২
৭। যৌন অক্ষমতা ও বন্ধ্যাত্ব	২৬৫
৮। কৃত্রিম প্রজনন	২৬৯
৯। জন্মের বৈধতা	২৭১

১১

অপ্রকৃতিস্থতা

Insanity

১। অপ্রকৃতিস্থতা কি?	২৭৫
২। অপ্রকৃতিস্থতার শ্রেণীবিভাগ	২৭৬
৩। চিকিৎসা আইন বিষয়ক প্রশ্ন	২৮২
৪। প্রকৃতি অপ্রকৃতিস্থতা ও কৃত্রিম অপ্রকৃতিস্থতার পার্থক্য	২৮২
৫। অপ্রকৃতিস্থতা নিরূপণ	২৮৩
৬। অপ্রকৃতিস্থতার ক্ষেত্রে প্রণীত পদক্ষেপ	২৮৪
৭। অপ্রকৃতিস্থতার ক্ষেত্রে দায়-দায়িত্ব	২৮৫
৭.১। দেওয়ানী দায়িত্ব	২৮৬
৭.২। ফৌজদারী দায়িত্ব	২৮৬

১২

বিষবিজ্ঞান

Toxicology

১। ভূমিকা	২৮৮
২। বিষবিজ্ঞানের ইতিহাস	২৮৮
৩। বিষবিজ্ঞান কি	২৮৯
৪। আইন বিষয়ের বিধান	২৮৯

বিষয়	পৃষ্ঠা
৫। বিষের শ্রেণীবিভাগ	২৯১
৬। বিষ প্রয়োগের মাধ্যম	২৯৪
৭। বিষের প্রতিক্রিয়া	২৯৫
৮। বিষক্রিয়া নির্ণয় পদ্ধতি	২৯৭
৯। বিষক্রিয়ার চিকিৎসার উপায়	২৯৭
১০। বিভিন্ন বিষবিষয়ক তথ্যাদি ও সম্ভাব্য চিকিৎসা	৩০৩

১৩

মানবদেহে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সংযোজন আইন, ১৯৯৯ ৩২৩

১৪

ডিঅক্সিরাইবোনিউক্লিক এসিড (ডিএনএ) আইন, ২০১৪ ৩২৯

১৫

প্রয়োজনীয় শব্দাবলী ৩৪৩

১৬

নামকরণ

নামকরণ

নামকরণ

নামকরণ

নামকরণ

নামকরণ

নামকরণ

নামকরণ

নামকরণ



সংক্ষিপ্তাকারে মানবদেহ পরিচিতি (SHORT INTRODUCTION TO HUMAN BODY)

আলোচ্য বিষয়াবলী

- ১। ভূমিকা
- ২। মানবদেহ পরিচিতি
- ৩। মানবদেহের বিভিন্ন তন্ত্র
 - ৩.১। কঙ্কালতন্ত্র
 - ৩.২। পৌষ্টিকতন্ত্র
 - ৩.৩। সংবহনতন্ত্র
 - ৩.৪। শ্বাসতন্ত্র
 - ৩.৫। স্নায়ুতন্ত্র
 - ৩.৬। রেচনতন্ত্র
 - ৩.৭। প্রজননতন্ত্র

মানবদেহ পরিচিতি

১। ভূমিকা : চিকিৎসা আইন বিজ্ঞান মূলত মানবদেহ নির্ভর। তাই চিকিৎসা আইন বিজ্ঞান প্রসঙ্গে আলোচনার প্রাক্কালে মানবদেহের পরিচিতি সম্পর্কে একটু জ্ঞাত হলে ভাল হয়। যদিও মানবদেহ সম্পর্কে চিকিৎসাবিদদের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা বিস্তৃত। তবে যেহেতু চিকিৎসা আইন বিজ্ঞানের সাথে আইনবিদদের সম্পর্ক রয়েছে, যাদের অধিকাংশই চিকিৎসা বিজ্ঞান সম্পর্কে তেমন অভিজ্ঞ নন। সেহেতু বিষয়টি একটু আলোচনা করলে ভাল হয়। এতে আইনবিদগণও এবিষয়ে প্রাথমিক ধারণা পেতে পারেন।

২। মানবদেহ পরিচিতি : মানবদেহ আল্লাহ তায়ালার এক মহা বিস্ময়কর সৃষ্টি। অনাবিল দৃষ্টিতে বিষয়টি একটু চিন্তা করলে সুনিপুণ নির্মাণ ও

বিন্যাস কৌশল উপলব্ধি করা যায়। পাক-ভারত উপমহাদেশের প্রখ্যাত চিকিৎসাবিদ ডাঃ এস এন পাণ্ডে মানবদেহ সম্পর্কে সহজ উপলব্ধির জন্য এটাকে একটি প্রতিমার সাথে তুলনা করেছেন। প্রতিমা গঠনের মূল হলো বাঁশ ও কাঠ। মানবদেহের মূল অনুরূপ অস্থিতন্ত্র বা হাড়। এ বাঁশ ও কাঠগুলো বাঁধতে যেমন দড়ি লাগে, তেমনি মানবদেহের হাড়গুলোকে একত্রিত করতে লিগামেন্ট প্রভৃতি লাগে। এ বাঁশ ও কাঠের উপর লাগানো হয় যেমন মাটি তেমনি মানবদেহে থাকে পেশী বা মাংস।

প্রতিমার উপর যেমন রং লাগানো হয়, তেমনি মানবদেহে থাকে চামড়া। এছাড়া মানুষের আর যা উপাদান বা বিষয় আছে প্রতিমার তা নেই।

একটি দালান যেমন ইটের পর ইট দিয়ে সাজানো হয়, তেমনি মানবদেহ কোষ (Cell) ও টিসু দিয়ে গড়া। একাধিক কোষ মিলে সৃষ্টি হয় টিসু। টিসু প্রধানত চার প্রকারের। যেমন—

- (১) এপিথেলিয়াম বা আবরক টিসু।
- (২) কানেকটিভ্ টিসু বা সংযোগকারক টিসু।
- (৩) মাসকিউলার টিসু বা পেশীর টিসু।
- (৪) নার্ভ টিসু বা স্নায়ুর টিসু।

রক্ত, মজ্জা, হাড়, উপাস্থি প্রভৃতি ও নানা ধরনের সংযোগকারক টিসু। মানবদেহ মৌলিক গঠনের দিক থেকে ৫ভাগে এবং কার্যানুযায়ী ৬ভাগে বিভক্ত। যেমন—

ক্রমিক নং	মৌলিক গঠন	কাজের দিক থেকে
১	হাড় (Bone)	১। গতি ও নড়াচড়ার তন্ত্র (Locomotor System)
২	সন্ধি (Joint)	২। রক্তবাহী তন্ত্র (Blood Vascular System)
৩	পেশী (Muscle)	৩। পৌষ্টিক তন্ত্র (Digestive System)
৪	অঙ্গ (Viscera)	৪। শ্বাস তন্ত্র (Respiratory System)
৫	স্নায়ু (Nerve)	৫। মূত্রতন্ত্র ও জনন তন্ত্র (Urogenital)
		৬। স্নায়ুমণ্ডলী তন্ত্র (Nervous System)

৩। মানবদেহের বিভিন্ন তন্ত্র : আমরা এখন মানবদেহের কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে অতি সংক্ষেপে আলোচনা করব। যেমন—

৩.১। কঙ্কাল তন্ত্র (Skeletal System)

৩.২। পৌষ্টিকতন্ত্র

৩.৩। সংবহনতন্ত্র

৩.৪। শ্বসনতন্ত্র

৩.৫। স্নায়ুতন্ত্র

৩.৬। রেচনতন্ত্র

৩.৭। প্রজননতন্ত্র

৩.১। কঙ্কালতন্ত্র (Skeletal System) : পূর্ণবয়স্ক মানুষের দেহ মোট ২০৬ খানা হাড় নিয়ে গঠিত। হাড়গুলো হলো :

১। করোটিয়া (২২)

১.১। করোটিকা

৮টি

১.২। মুখমণ্ডল

১৪টি

২। মেরুদণ্ডের (২৬টি তবে শিশু অবস্থায় ৩৩টি)

২.১। গ্রীবদেশীয় কশেরুকা

৭টি

২.২। বক্ষদেশীয় ”

১২টি

২.৩। কটদেশীয় ”

৫টি

২.৪। শ্রেণীদেশীয় ”

১টি (ক্রমে ৫টি)

২.৫। কক্কিজীয় ”

১টি (ক্রমে ৪টি)

৩। কাঁধে ২টি করে দু' দিকে

৪টি

৪। বক্ষ পিঞ্জরে ১২টি করে দু' দিকে

২৪টি

৫। বুকের মাঝখানে উরুঃ ফলক

১টি

৬। দু'টি উরুর বাহুতে ৩০টি করে মোট

৬০টি

৭। প্রতি শ্রেণী চক্রে ১টি করে মোট

২টি

৮। দু'পায়ে ৩০টি করে মোট

৬০টি

৯। মর্ধ কর্ণের ক্ষুদ্রাঙ্ঘি

৬টি

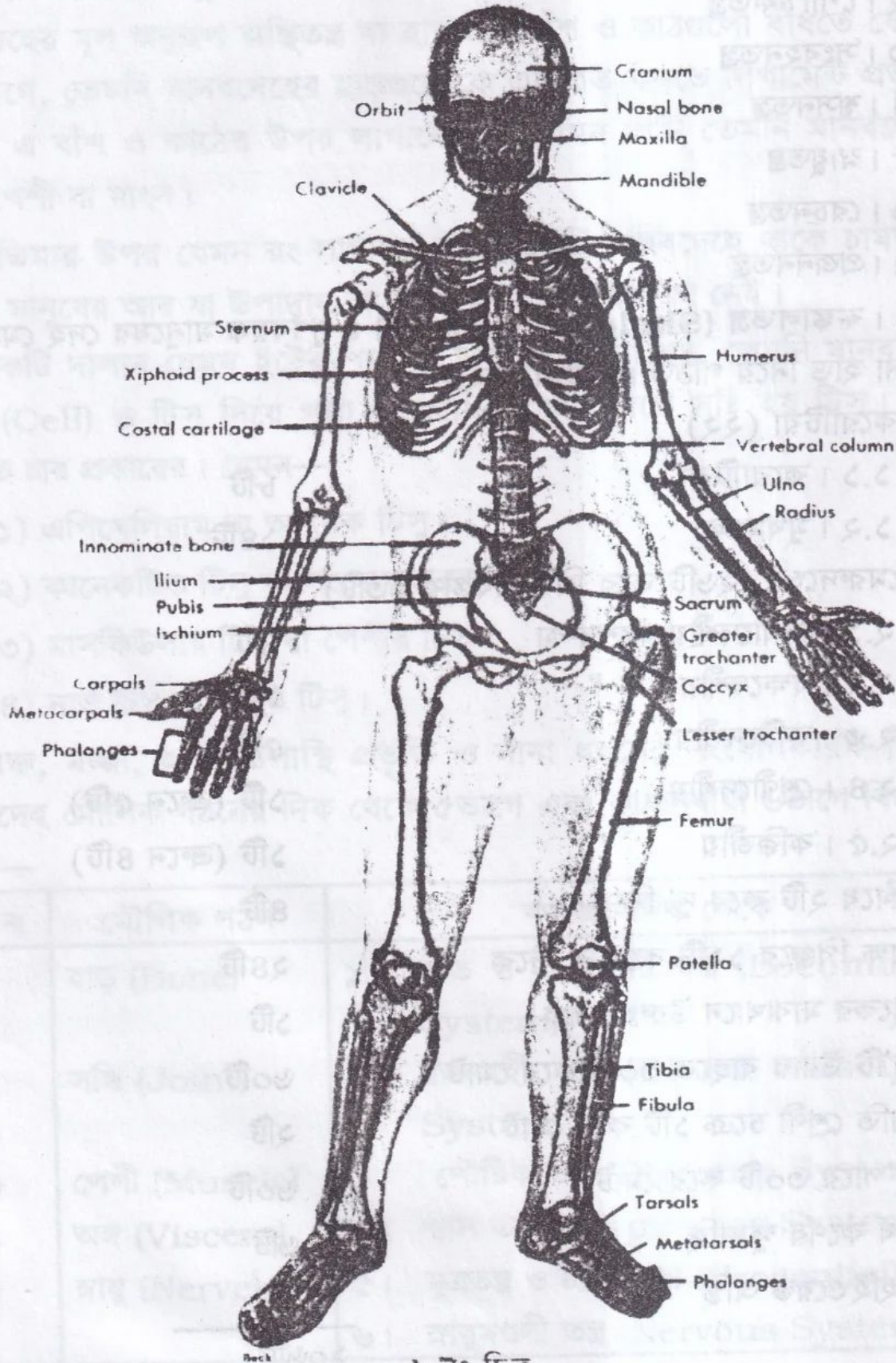
১০। হাইওয়েড অঙ্ঘি

১টি

২০৬টি

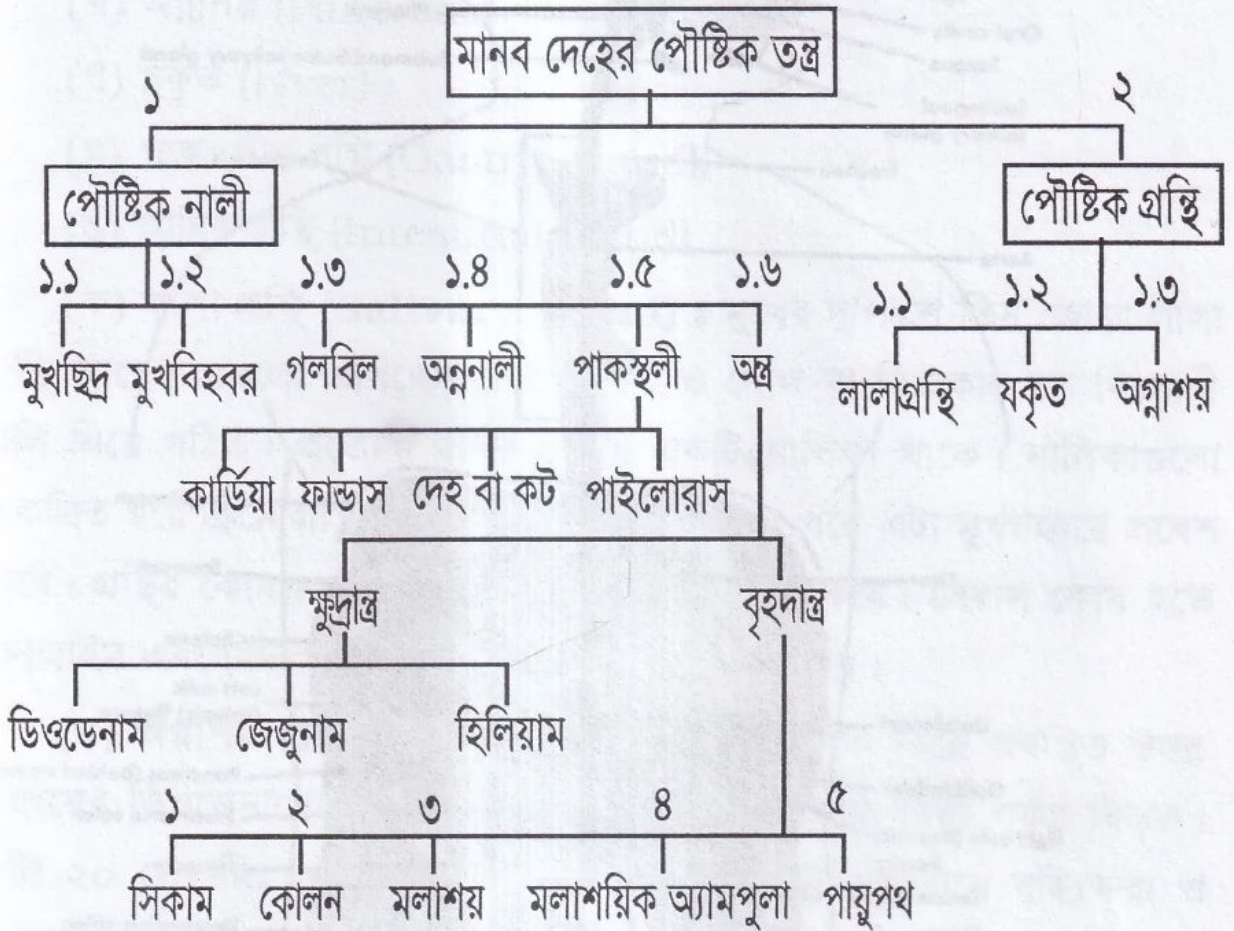
নিম্নে কঙ্কালতন্ত্রের একটি চিত্র প্রদর্শিত হলো :

কঙ্কাল তন্ত্র SKELETAL SYSTEM



৩.২। পৌষ্টিক তন্ত্র ঃ যে জৈব রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় জটিল খাদ্যবস্তু বিভিন্ন ধরনের হরমোনের প্রভাবে ও এনজাইমের সাহায্যে ভেঙে দ্রবণীয় সরল ও তরল দেহকোষের গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠে তাকে পরিপাক তন্ত্র বলে। যে তন্ত্রের মাধ্যমে খাদ্যবস্তুর পরিপাক ও শোষণ ক্রিয়া সম্পন্ন হয় তাকে পৌষ্টিক তন্ত্র বলে। এটা পৌষ্টিক নালী ও গ্রন্থি নিয়ে গঠিত।

মানব দেহের পৌষ্টিক তন্ত্র নিম্নের ছকে দেখানো হলো ঃ

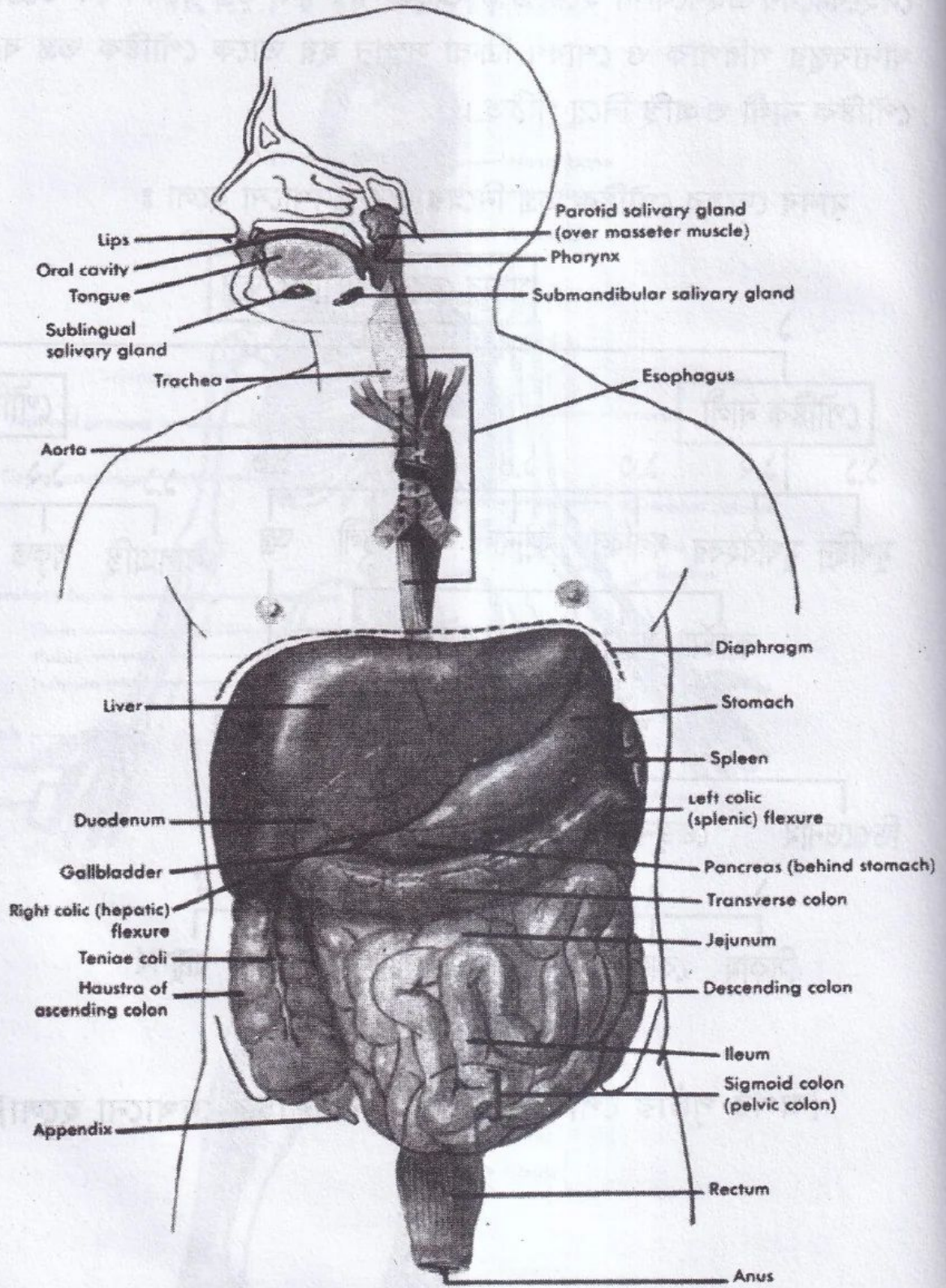


[অপর পৃষ্ঠায় পৌষ্টিক তন্ত্রের একটি চিত্র দেখানো হলো]

নিম্নে এর একটি চিত্র দেখানো হলো

পৌষ্টিকতন্ত্র

DIGESTIVE SYSTEM



ORGANS OF DIGESTIVE SYSTEM AND SOME ASSOCIATED STRUCTURES